দুর্লভ

রাজকন্যা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করবেন।

তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজ্যে বিপুল সাড়া পড়েছে। রাজা-রাণী সেনাপতি পাত্র-মিত্র প্রজাবৃন্দ সকলেই এই শুভদিনটিকে সার্থক করবার আগ্রহে আকুল হয়ে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বসবে সভা। এই বিশেষ দিনের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণীয় ক'রে তুলতেই হবে। জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রার আয়োজন শেষ হবে সর্বত্র। বিচিত্র-বর্ণদীপ্ত আলোকোৎসবের জল্পনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। সজ্জিত হবে গ্রাম, অলঙ্কৃত হবে নগরী। নানাবর্ণের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে দশদিক। লক্ষ লক্ষ আতসবাজী মূর্ত ক'রে তুলবে রাজকন্যার যৌবনশ্রীকে বিস্ময়কর ঊর্ধ্বোৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে।

ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা হবে অমিত প্রাচুর্যে। দীনদুঃখীরা পাবে মিষ্টান্ন, পরিধেয়, পুরস্কার। সম্মানিত হবেন পূজনীয়গণ। সর্বশ্রেণীর পুরবাসীগণের অপরিমেয় আনন্দলাভের আয়োজনে উন্মুক্ত থাকবে রাজকোষ।

কবিরা রচনা করবেন কাব্য, চিত্রকর খুলে বসবে রঙের পসরা। মুখরিত হয়ে উঠবে গায়কের কণ্ঠে সপ্তসুর, বাদকের হস্তে বাদ্যযন্ত্র। হর্ম্য-শিল্পী, পথ-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, সভা-শিল্পী আমন্ত্রিত হবেন সকলেই। প্রতিভার উৎসমুখ হবে অবারিত। অর্থসচিব আশ্বাস দিয়েছেন উদ্দীপ্ত প্রতিভার মর্যাদা রক্ষিত হবে রাজকীয় বদান্যতার অকুণ্ঠিত ঔদার্যে।

রাজকুমারীর জন্মদিনটি রূপে রসে রঙে সার্থক হয় যেন।

রাজ-অন্তঃপুরের একটি বিশেষ কক্ষে ছোট একটি মন্ত্রণা সভা বসেছে। রাজ-কন্যাকে সেদিন যে হার উপহার দেওয়া হবে সভার আলোচ্য বিষয় তাই।

রাজকবি ও রাজশিল্পী পরামর্শ করে ঠিক করেছেন হারটি হবে সূর্য-হার। ষোলটি সুবর্ণ-সূর্য গাঁথা থাকবে সাতনরী রত্নহারে। রাজ্যের ষোলজন বিখ্যাত কবি এই উপলক্ষে রচনা করবেন ষোলটি দ্বিপদী। সেগুলি লেখা থাকবে প্রত্যেকটি স্বর্ণ-সূর্যের উপর বিচিত্র বর্ণ রত্ন-অক্ষরে। নিযুক্ত হবেন ষোলজন নিপুণ শিল্পী —প্রত্যেকে প্রস্তুত করবেন এক একটি স্বর্ণ-সূর্য।

মন্ত্রী বললেন—এত কাণ্ড অত অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে উঠবে কি? মৃদুহাস্য করে উত্তর দিলেন অর্থ সচিব—দক্ষিণার কার্পণ্য করব না আমরা, সম্ভব হবে নিশ্চয়ই।

রাজকবি ও রাজশিল্পীর এ পরিকল্পনা সমর্থন করলেন সবাই। একটি বিষয়ে কেবল মতভেদ হল দুজনের। হারের মধ্যমণি কি হবে? রাজকবির মতে হীরক নির্মিত একটি শঙ্খ হওয়া উচিত। রাজশিল্পীর মতে পদ্মরাগ মণির তৈরি একটি পদ্ম হলেই বেশি মানাবে।

ধৈর্যসহকারে উভয় পক্ষের যুক্তি শ্রবণ করে রাজা বললেন—রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করুন। তার যা পছন্দ তাই হোক।

রাজকন্যা ছিলেন সে সভায়। আনত-নয়নে শুনছিলেন সব। পিতার কথায় আরক্তিম হয়ে উঠল তাঁর কর্ণমূল।

রাজকবি বললেন—আপনার কি ইচ্ছা বলুন রাজকন্যা।

রাজশিল্পী বললেন—হ্যাঁ, বলুন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা একটু অন্য রকম—

কি বলুন—সমস্বরে বলে উঠলেন কবি ও শিল্পী।

রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা রত্ন না দিয়ে আমার বাগানে যে চাঁপা গাছটি আছে তারই একটি ফুল দুলিয়ে দেওয়া হোক মাঝখানে।

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কেউ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাজা শেষে বললেন—বেশ তাই হোক।

নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত রাজ্য মেতে উঠল উৎসবে।

নগরে গ্রামে জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রা বেরুল আনন্দ কলরবে, ভাট-বৈতালিক-গায়কগণ নিজেদের অন্তর উজাড় করে দিলেন বিবিধ বন্দনার বিচিত্র সুরে। তোরণে তোড়ণে বাজল নহবৎ, মণ্ডপে মণ্ডপে বসল সভা। নৃত্যপরা হলেন নর্তকী, অভিনয় করলেন নট, প্রশস্তি পাঠ করলেন পুরোহিত, ছন্দে ভাবে বিগলিত হলেন কবি। আনন্দধ্বনি করে উঠল অভাব-মুক্ত দরিদ্রগণ, আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন পূজনীয়বর্গ। পথে ঘাটে নদীতে প্রান্তরে পর্বতে সমুদ্রে মূর্ত হয়ে উঠল রাজৈশ্বর্যের অনবদ্য মহিমা-লীলা।

সূর্যহারের প্রত্যেকটি সূর্য জ্বলজ্বল করে উঠল বিচিত্র শিল্পীদের অক্লান্ত চেষ্টায়।

একটি জিনিস কিন্তু হ'ল না। চাঁপা ফুলটি ফুটল না। কারণ অর্থের লোভে বা প্রয়োজনের তাগিদে ফুল ফোটে না। ফোটে সময় হ'লে আপন খুশিতে।

গভীর রাত্রি।

পূর্ণিমার আলোয় আকাশ বাতাস স্বপ্নাতুর। থেমে গেছে জনতার কোলাহল, নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। ধীর মন্থর পদে রাজকুমারী এসে বসলেন চাঁপা গাছটির তলায়। অঙ্গে নেই অলংকারের ঝনৎকার, সাধারণ কাপড় পরা, সাধারণ মেয়ে যেন। সামান্য উদ্ভিদটি তুচ্ছ করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য-আড়ম্বরকে আজ। রাজকন্যা ভিখারিণীর মতো এসে বসলেন গাছতলায়। ধীরে ধীরে মাথা নত হ'ল, নিমীলিত হল আঁখি-পল্লব! উদ্ভিদের নিগূঢ় সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাটি মেলাবার আকুল আগ্রহ স্তব্ধ করে দিলে তাঁর বাইরের চাঞ্চল্যকে। স্তব্ধ হয়ে নতশিরে বসে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কতক্ষণ তা খেয়াল নেই। টুপ করে উপর থেকে কি যেন পড়ল। চেয়ে দেখেন কোলের উপর পড়ে আছে একটি চাঁপা ফুল।